[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

পুলিশ তাকে আটক করতে যায়। এ সময় উপস্থিত নেতাকর্মী ও তার স্বজনরা তাকে ছিনিয়ে নেয়।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে কালীগঞ্জ পৌর শহরের আড়পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে মোস্তাফিজুর রহমান বিজুকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা অস্বীকার করেছেন থানার ওসি জেল্লাল হোসেন।

নেতাকর্মীরা জানায়, সকালে শহরের আড়পাড়া এলাকার নিজ বাড়ি নিচতলায় দলীয় অফিসে বসে ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বিজু। এ সময় অনেক নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরিকল্পনা ছিল আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করার। এমন খবর পেয়ে কালীগঞ্জ থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে বাধা দেয়। এসময় পুলিশ আওয়ামী লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বিজুকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এরপর নেতাকর্মী ও এলাকাবাসী পুলিশের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়।

কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন বলেন, কালীগঞ্জ থানার একটি টিম সেখানে যাওয়ার খবর পেলে মোস্তাফিজুর রহমান বিজু পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার সময় মোবাইল পড়ে যায়। এটা হেফাজতে আছে। পরিবারের কেউ এলে দিয়ে দেবো।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের দেশব্যাপী নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপি।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) বেলা ১১টার দিকে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এর আগে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ। তিনি বলেন, “গত ১৭ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। সে সময় দেশে বাকস্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না।”

তিনি আরও বলেন, “জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৭ বছরের শাসনের অবসানের পর দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ আবারও নৈরাজ্য ও ফ্যাসিবাদী আচরণের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।”

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজি-সহ জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে দুর্বৃত্তের আগুনে পুড়লো আওয়ামীলীগ নেতার দোকান

মেহেরপুরের গাংনীতে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে আওয়ামীলীগ নেতার দোকান পুড়ে গেছে। এতে দোকানে থাকা রড, সিমেন্ট, প্লাস্টিকের পাইপসহ প্রায় নয় লক্ষ টাকার সকল মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া চার রাস্তার মোড়ে জাবিদ ট্রেডার্সেএ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত দোকানটির মালিক বজলুর রহমান বকুল একই এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে ও গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্থানীয় সোহেল বলেন, আজ ভোরে আমি নওদা মটমুড়া বাজারে এসে দেখি বকুল ভাইয়ের দোকানের ভিতর থেকে ধুয়া বের হচ্ছে। তখন আমি ভাইকে ফোন দিয়ে জানালে তাৎক্ষণিক ভাই এসে দোকান খুললেই দেখি সব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর কিছু জায়গাই আগুন জ্বলছে। তখন আমরা স্থানীয়রা মটরের পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলি।

জাবিদ ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী বজলুর রহমান বকুল বলেন, আমাকে আজ ভোরে সোহেল বলে একটা ছেলে মোবাইল করে বলে আমার দোকানের মধ্য দিয়ে ধোয়া বের হচ্ছে। আমি তাৎক্ষণিক বাড়ি থেকে দোকানে চলে আসি। এসে দেখি দোকানের ভিতর থেকে ধোয়া বের হচ্ছে। তখন দোকানের তালা খুলে দেখি দোখানের মধ্যে থাকা সকল মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর বেশ কয়েক স্থানে আগুন জ্বলছে। তখন স্থানীয়দের সহযোগিতাই সেই আগুন নিভিয়ে ফেলি। আমার মনে হয় দোকানের ভেন্টিনেটরের মধ্যে দিয়ে কোন কিছু স্প্রে করে তারপর আগুন লাগিয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে দোকানে থাকা আমার ৮০ বস্তা সিমেন্টের বস্তা কেটে দিয়েছিলো দুবৃত্তরা। আর আজকে সব পুড়িয়ে ছাই করে দিলো। দোকানে প্রায় নয় লক্ষ টাকার মত সিমেন্ট ছিলো। সব পুড়ে গেছে। আমি এর সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বিচার চাই?

স্থানীয় মরজেল আলী বলেন, এই হার্ডওয়ারের দোকানে যারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে তারা মানুষের কাজ করেনি। তারা অমানুষ। তাদের আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া উচিৎ। মানুষের ফসল নষ্ট করা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া এগুলো খুব জঘণ্য কাজ।

জানা যায়, রাতের আধারে গাংনী উপজেলার নওদামটমুড়া গ্রামের বজলুর রহমান বকুলের রড সিমেন্টের দোকান ‘জাবিদ ট্রেডার্সে’ অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনাটি ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটির কারণ উদঘাটনে প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেছে।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি ও আওয়ামী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ২০

ঝিনাইদহ হরিণাকুণ্ডুতে পুকুরে মাছ ধরা এবং গ্রাম্য আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তুচ্ছ ঘটনায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহতদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্র ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (২০ জুন) সকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফলসী ইউনিয়নের বোয়োলিয়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে আহতরা হলেন, মিজান আলী (৪৫), আক্তার মোল্লা (৩২), বরকত মোল্লা (৪০), তোজিবার মোল্লা (৬৫), ছানোয়ার হোসেন ছনো (৫৫), বিভান আলী (২২), ঝন্টু মিয়া (৪৫), মতিয়ার রহমান (৫০), রাশিদুল ইসলাম (৩৫), ফেন্টু মিয়া (৫০), মশিয়ার মেম্বার (৪২), গোলাপ (৪৯), কবির মন্ডল (৩০), রুবেল মন্ডল (৩২), কাবিল (৪০), তোতা মিয়া (৩৪), নুর আলী (৫৪) ও বাচ্চু মিয়া (৩২)। গুরুতর আহত পাঁচজনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, তিনজনকে কুষ্টিয়া ও একজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে বোয়ালিয়া গ্রামে বজলুর রহমান চেয়ারম্যানের ভাই ছোট এবং ফারুক গ্রুপের লোকজনের সঙ্গে বিএনপি সমর্থিত মশিয়ার রহমান (সাবেক ইউপি সদস্য) সমর্থকদের বাকবিতন্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সাবেক ইউপি সদস্য মশিয়ার রহমান বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র আমাদের সমর্থকদের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যানের লোকজন। আমাদের ৭ জন আহত হয়েছেন।

এঘটনায় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন বলেন সামান্য মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার রাতে সামাজিক দুটি পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং সামান্য মারামারি হয়, তারই জের ধরে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ফারুকের নেতৃত্বে সকালে বিএনপির কয়েকজন কর্মীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফরণ করে হামলা চালায় এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। তারা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। তবে এটি কোন দলীয় সংঘর্ষ নয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) অসিত কুমার রায় বলেন, এ ঘটনায় এখনো কোনো পক্ষ থেকে অভিযোগ পাইনি। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। ওই গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক আছে।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিএনপির মিছিল ও সমাবেশ

দামুড়হুদা উপজেলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বিএনপির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, শান্ত পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে মশাল মিছিল করা হয়েছে। তারা এ ঘটনায়

জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকুর নেতৃত্বে চিৎলা থেকে হাতিভাঙ্গা যাওয়ার পথে ঝাউবিবি মাঠ এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয় এবং এর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এ কর্মসূচির আয়োজন করেন।

সমাবেশে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, “শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে আগুন নিয়ে মিছিল বের করে পরিবেশ নষ্ট করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। তাই দ্রুত জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুর রহমান ঝন্টু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

শৈলকুপায় আ. লীগ নেতার দেওয়া হয়রানিমুলক মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ভুয়া কাগজ দিয়ে খাস জমি রেকর্ড করে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলার উত্তর মির্জাপুর বাজারে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে গ্রামবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ভুক্তভোগী ১০ টি পরিবারসহ এলাকাবাসী অংশ নেয়।

সেসময় বক্তব্য রাখেন ভুক্তভোগী, এতেম আলী, লাখি খাতুন, মীর শওকত আলী, নওশের আলী, আলমাস জোয়ার্দ্দার, নাজমুল হাসান সুজনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, ভরাট হওয়া ডাকুয়া নদীর ৩ টি দাগে ৩ একর ৫৩ শতক জমি ওই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আমিরুল ইসলাম বাবলু জোয়ার্দ্দার ভুয়া কাগজ দেখিয়ে রেকর্ড করে নেয়।

সরকার মামলা করলে ২০০৭ সালে আদালত সরকারের পক্ষে রায়ও দেয়। কিন্তু প্রতারক বাবলু জোয়ার্দ্দার সেই জমি এখনও নিজের দাবী করে জমিতে থাকা গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে হয়রানি করছে। বক্তারা মামলা প্রত্যাহার ও জালিয়াত বাবলু জোয়ার্দ্দার’র বিচারের দাবী জানান।

ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মেহেরপুরে ছাত্রদলের মোটরসাইকেল শোডাউন

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মোটরসাইকেল শোডাউন ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে।

রোববার বিকেলে জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির নেতৃত্বে শোডাউনটি অনুষ্ঠিত হয়।

মোটরসাইকেল শোডাউনটি মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে হোটেল বাজার মোড়, কলেজ মোড় ও হাসপাতাল মোড় প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর বড়বাজারে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোডাউনে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য হাসান, পৌর ছাত্রদলের নেতা

রাব্বি, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা সুইম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা সাজ্জাদসহ ছাত্রদল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিএনপির মোটরসাইকেল শোডাউন

দামুড়হুদা উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে মোটরসাইকেল শোডাউন, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলো। এ সময় মশাল মিছিলে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে আবারও আল্টিমেটাম দিয়েছেন বিএনপি নেতারা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে এ মোটরসাইকেল শোডাউন ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মোটরসাইকেল শোডাউনটি বিক্ষোভ মিছিল আকারে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। সেখানে বক্তারা সাম্প্রতিক মশাল মিছিলের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন, গত ৩ জুন বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রিংকুর নেতৃত্বে চিৎলা থেকে হাতিভাঙ্গা যাওয়ার পথে বনবিবি মাঠ এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয়। পরে সেই মিছিলের ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের দাবি, শান্ত পরিবেশকে অস্থিতিশীল করা এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

প্রতিবাদ সমাবেশে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, “দামুড়হুদার শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার

লক্ষ্যে আগুন হাতে মিছিল বের করে একটি মহল পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “পুলিশ প্রশাসনকে আমরা ১২ ঘণ্টার সময় দিয়েছিলাম। তারা এখন পর্যন্ত সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। আবারও সময় দেওয়া হলো। এর মধ্যে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।”

সমাবেশ থেকে আগামীকাল সোমবার বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী কর্মসূচিতে উপজেলার সব পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের উপস্থিত থাকার আহ্বানও জানানো হয়।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এদিকে, মশাল মিছিলের ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশ বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

দামুড়হুদায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত প্রায় ২টার দিকে উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি হলেন আহসানুল মাহমুদ (৩৭)। তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি এবং উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামের ইমরান মাহমুদের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে নিজ এলাকা থেকে আটক করা হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে তার বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের ব্যানার ব্যবহার করে রাতের আঁধারে মিছিল আয়োজনের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, গ্রেফতার ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত চলছে। তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে এমন যেকোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গ্রেফতারকৃত আহসানুল মাহমুদকে গতকালই আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।